ISSN : 2582-2519

দক্ষিণের সাঁকো পত্রিকা

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal

ত্রয়োদশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ২০২৪

প্রথম খণ্ড

দক্ষিণের সাঁকো পত্রিকা

ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal

Regd. No. - WBBEN/2016/74935
ISSN : 2582-2519

ত্রয়োদশ বর্ষ, মে ২০২৪

প্রথম খণ্ড

সম্পাদক

স্বপনকুমার মণ্ডল

সহযোগী সম্পাদক

সৃজনী মণ্ডল ও সমৃদ্ধি শেখর মণ্ডল

দক্ষিণের সাঁকো পত্রিকা
ত্রয়োদশ বর্ষ, মে ২০২৪

দক্ষিণের সাঁকো পত্রিকার পক্ষে ড. স্বপনকুমার মণ্ডল কর্তৃক প্রকাশিত।

যোগাযোগের ঠিকানা – বকুল এ্যাপার্টমেন্ট, ১৮/২ কালিকাপুর, কলকাতা – ১৯
কার্যালয় : নোয়াপাড়া (সুকান্ত সরণি), সোনারপুর, কলকাতা-১৫০
ফোন : ৯৬৭৪৩১৫৯৬৮/৯৮৩০২৪৬৭১১
email : swapan.hist@gmail.com,
dakshinersanko2011@gmail.com

প্রচ্ছদ : শ্রীকান্ত নাথ

মুদ্রণ : অনন্যা প্রিন্টিং ওয়ার্কার্স
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা – ৭০০ ১৫০
ফোন : ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

প্রাপ্তিস্থান :
দে'জ, ধ্যানবিন্দু (কলেজ স্ট্রিট), অনন্যা প্রকাশনী, সোনারপুর।

মূল্য : ৫০০ টাকা

দক্ষিণের সাঁকো পত্রিকা

বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী

ড. হিমাদ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ড. মহীদাস ভট্টাচার্য, ফাউন্ডার এ্যাণ্ড ডিরেকটর, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ড. সনৎকুমার নস্কর, অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ড. রমেন সর, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ড. অভ্র বসু, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
ড. অর্জুনদেব সেনশর্মা, অধ্যাপক, ভারতীয় তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ,
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
ড. সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
ড. সুবলকান্তি চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
ড. সুমিত কুমার বড়ুয়া, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,
ড. আশিস রায়, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
ড. মনোরঞ্জন সরদার, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বঙ্গবাসী ইভিনিং কলেজ

সভাপতি

কাজল বৈদ্য

পত্রিকা পরিচালন সমিতি

সমীরণ মণ্ডল, বিশ্বজিৎ মিত্র, সৌমেন দত্ত, সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, চঞ্চল মণ্ডল,
তুহিন শুভ্র মণ্ডল, কৃষ্ণপদ মণ্ডল

সম্পাদক

স্বপনকুমার মণ্ডল

সহযোগী সম্পাদক

সৃজনী মণ্ডল ও সমৃদ্ধি শেখর মণ্ডল

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৭

'একদিন আলাদিন' : মনের কথা যদি মুখেই না বলতে পারো !
আশিস রায় ৯

কবিতায় অলঙ্কার প্রয়োগে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের স্বাতন্ত্র্য ও শিল্পসিদ্ধি
মোরশেদুল আলম ১৫

বনফুলের ছোটগল্প- জীবন যেখানে কথা বলে
আমিনা খাতুন ২৫

সোহারাব হোসেনের গল্পে নারী স্বতন্ত্রতা
বিদ্যুৎ ঘোষ ৩২

দাঁশায় লোকনৃত্যের গান : শৈলীগত এক পর্যালোচনা
গুহিরাম কিস্কু ৩৯

নবনীতা দেবসেনের কবিতা: একাকীত্বের সুর ও সম্পর্কের নানামাত্রা
পৌলমী সরকার ৪৭

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা
প্রসেনজিৎ নায়েক ৫২

লোকসাহিত্যকে শিশুসাহিত্য হিসাবে দেখার যৌক্তিকতা- একটি পর্যালোচনা
শম্পা লাহা ৬১

ভগীরথ মিশ্রের ছোটগল্প 'বাড়িউলি' ও রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস 'বাড়ি বদলে যায়'- প্রসঙ্গ বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটে: শ্রেণিদ্বন্দ্বের নতুন রূপ
শঙ্খ দত্ত ৭০

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে নারী জাতীর ইতিহাস: ১৮৮৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত
সেখ সুলতান সাহাদিয়া ৭৬

কাজী নজরুল ইসলামের নাটকে প্রতিফলিত মুসলমান চরিত্র
সেখ ইদ মহাম্মদ ৮২

মঙ্গলকাব্য: দেবতার মাহাত্ম্য গানে মানুষের জীবন মাহাত্ম্য
বিউটি ব্যানার্জি ৮৭

সাঁওতাল উপজাতীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক রক্ষা বিষয়ক অধ্যয়ন
সঞ্জীব টুডু ৯২

মুসলিম শাসনামলে বাংলায় প্রচলিত সামাজিক বিশ্বাসসমূহের একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
মো. আজিজুর রহমান নয়ন ৯৬

মুসলিম শাসনামলে বাংলায় প্রচলিত তিনটি খেলারএকটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
এস. এম. জাওয়াদুন নাহীন ১০৩

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গীতাত্মক রূপবন্ধ
হুমায়ুন কবির ১০৮

বীরভূম জেলার পাথরচাপড়ীর ইতিহাস ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত – একটি পর্যালোচনা
জনি খাঁ ১১৬

সুন্দরবনের লৌকিক দেবদেবী
মোকাব্বির হোসেন ১২১

নালন্দা মহাবিহার ধ্বংসের কারণ : একটি সমীক্ষাত্মক পর্যালোচনা
নিত্যানন্দ দাস অধিকারী ১২৫

দেখা-অদেখা 'বুনো স্ট্রবেরি' : সৌরভে মন হল মাতাল
প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী ১৩২

ঔপভাষিক ক্রিয়া প্রয়োগের বৈচিত্র্যে নলিনী বেরার সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা উপন্যাস
প্রণবেশ ঘোষ ১৩৮

প্রসন্নময়ী দেবী ও তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত রচনার বিশ্লেষণ
প্রতিমা সাহা ১৪৪

দেশবিভাগের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে কয়েকটি গল্পের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা
রিয়া পাল ১৪৯

জীবন সংগ্রাম ও জীবন যুদ্ধে বিপর্যস্ত প্রান্তিক মানুষের প্রতিচ্ছবি : অনিল ঘড়াইয়ের ছোটগল্প
বিশ্বজিৎ মণ্ডল ১৫৫

গৌর-উপাসনার শাস্ত্রীয় ভিত্তিভূমি নির্মাণ
পুরঞ্জয় তন্তুবায় ১৬৮

অসমের ভাষা আন্দোলন ও বাংলা কবিতা : প্রেক্ষিত—'১৯ মে, ১৯৬১'
সঞ্জয়চন্দ্র দাস ১৭৩

সংস্কৃত সাহিত্যে শূদ্রের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী
রতন রায় ১৭৮

অসমের ভাষা আন্দোলন ও বাংলা কবিতা : প্রেক্ষিত—'১৯ মে, ১৯৬১'

সঞ্জয়চন্দ্র দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়, পাণ্ডু, গুয়াহাটি

সারসংক্ষেপ : অসমের বাঙালি জীবনের ইতিহাসে সবচেয়ে শোকাবহ দিনটি হল ১৯৬১ সালের ১৯ মে। কারণ, সেই বিশেষ দিনটিতে মাতৃভাষার জন্য এগারোটি তাজা প্রাণ শহিদ হয়েছিল; তাঁরা হলেন— শচীন্দ্র পাল, সুনীল সরকার, বীরেন্দ্র সূত্রধর, কানাইলাল নিয়োগী, সুকোমল পুরকায়স্থ, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, সত্যেন্দ্র দেব, হিতেশ বিশ্বাস, কুমুদরঞ্জন দাস, তরণী দেবনাথ এবং কমলা ভট্টাচার্য। বাংলা ভাষার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাঁদের আত্ম-বলিদান বাঙালি জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই দিনটিকে ভাষা-শহিদ দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাই অসমের ভাষা আন্দোলন ও ১৯ মে-কে স্মরণে রেখে পরবর্তীকালে বাঙালি কবিরা তাঁদের কবিতার মাধ্যমে অন্তরের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন। ১৯ মে-কে স্মরণে রেখে যে-সমস্ত কবির কবিতা এখানে আলোচিত হয়েছে সেগুলি হল— শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর 'উনিশে মে ১৯৬১ শিলচর', শ্রীজাতের 'বর্ণমালা', সঞ্জয় চক্রবর্তীর 'তোমার মলিন বসন খানি', তপন মহন্তের 'একুশে', সেলিম মুস্তাফার 'কণ্ঠ নয়', বিপ্রজ্যোতি পুরকাস্থের 'ভয় হারানো দেশ', অনুরূপা বিশ্বাসের ১৯ শে মে '৮৫', সুমনা রায়ের 'উনিশ', বিপুলকুমার দত্তের 'উনিশের শপথ' ইত্যাদি। আলোচ্য প্রবন্ধে বিভিন্ন কবির অনুভূতির কথা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে— যেখানে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কবিদের দৃঢ় কণ্ঠস্বর ও মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অকৃত্রিম আবেগ, শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ধরা পড়েছে। পাশাপাশি উঠে এসেছে মাতৃভাষার অস্তিত্ব সংকটের কথা, যা বাস্তব চিত্রের মাধ্যমে কবির কলমে উঠে এসেছে। তা সত্ত্বেও আমরা আশাবাদী যে পৃথিবীর মিষ্টতম ভাষা বাংলা বিশ্ববাসীর কাছে যথার্থ মর্যদায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করবে।

সূচক শব্দ : অসম, বাংলা ভাষা, উনিশ মে, ভাষা শহিদ দিবস, মাতৃভাষা প্রেম, বাংলা কবিতা

মূল আলোচনা :

১৯৪৭ সালের দেশভাগ ও স্বাধীনতাত্তোর অসমের বাঙালি জীবনের ইতিহাসে সবচেয়ে শোকাবহ দিনটি ছিল ১৯৬১ সালের ১৯ মে। কারণ, এই দিনে মাতৃভাষার জন্য শহিদ হয়েছিল এগারোটি তাজা প্রাণ। যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই দিনটিকে ভাষা-শহিদ দিবস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অসমের বাংলা ভাষা আন্দোলন ও ১৯ মে-র প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অসমের বিশিষ্ট কবি ও সমালোচক বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য লিখেছেন—"স্বাধীনতার সময় থেকেই আমরা দেখেছি একদল লোক বলেছে আসাম অসমিয়াদের, অনসমিয়া মাত্রেই বিদেশি।... অথচ স্বাধীনতার আগে সরকারি লোকগণনার হিসেবে বাঙালি ছিল আসামের একক সংখ্যা গরিষ্ঠ ভাষাভাষী।... ১৯৫১ সালের লোক গণনায় ঘটানো হল বিরাট কারচুপি, অসমিয়ার সংখ্যা বেড়ে হল শতকরা ৫৫ আর বাঙালি শতকরা ১৭ জন।... আর এই সব কাগজের মিরাকলকে বাস্তবে

রূপ দিতে ১৯৫১ এবং ১৯৫৫ সালে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সংঘটিত হল ব্যাপক 'বঙাল খেদা আন্দোলন'। ১৯৬০ সালে আবার খেদা-দাঙ্গা,... ১৯৬০ সালের ভাষাবিল, আসামের অসমিয়া ভাষা ও অসমিয়া জাতির একক মালিকনা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসেরই প্রতিফলন। ১৯৬১ র ১৯ শে মের লড়াই ছিল তারই বিরুদ্ধে।"[১] বাংলাদেশে সংগঠিত ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটির মতোই অসমে ১৯ মে বাঙালিদের কাছে একটি স্মরণীয় দিন। কবি বিপ্রজ্যোতি পুরকায়স্থের ভাষায়—

"উনিশ মানে একাত্তরের মুক্তিসেনার বেশ
উনিশ আর একুশ মিলে ভয় হারানো দেশ।"[২]

অন্যদিকে, উনিশ আর একুশের আবেগ মিলেমিশে কবি তপন মহন্তের চেতনায় উঠে এসেছে দেশভাগের বেদনা ও অসমে সংগঠিত এনআরসি-র (২০১৫ সাল) লেগাসি ডাটার যন্ত্রণা, যে লেগাসি ডাটার সাহায্যে প্রমাণ করতে হবে ভারতীয় নাগরিকত্বের ! কিন্তু কবি আসল লেগাসি হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন মাতৃভাষার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার তাগিদে আত্ম-বলিদানের জন্য উনিশ আর একুশের দিনটিকে— "আমার হৃদয়-জুড়ে উনিশ-একুশ

প্রহরীর রাঙাচোখে ধুলো দিয়ে
সীমানা পেরিয়ে একাকার
দু-পায়ে মাড়িয়ে কাঁটাতার
চলমান শব্দ-সৈনিকেরা
ভাষার সঙ্গিন কাঁধে নিয়ে লঙ মার্চ
...

শব্দের মিছিল হাঁটে
মনের গহন কোণে
ভিসাহীন কবিতারা বুক ঠুকে
তুলে ধরে একুশের অমর লেগাসি।"[৩]

সুতরাং, ২১ ফেব্রুয়ারি ও ১৯ মে বাঙালি জাতির মাতৃভাষা প্রীতির এক অবিস্মরণীয় ঘটনা, যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ২১ ফেব্রুয়ারির মতো ও ১৯মে-কে স্মরণে রেখেও পরবর্তীকালে বাঙালি কবিরা তাঁদের অন্তরের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন। ১৯৬১ সালের ১৯ মে-কে স্মরণে রেখে যাঁরা কবিতা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী। 'উনিশে মে ১৯৬১ শিলচর' কবিতায় তিনি লিখেছেন— "দশটি ভাই চম্পা আর একটি পারুল বোন

কলজে ছিঁড়ে লিখেছিল, 'এই যে ঈশান কোণ—
...
তিরিশ লাখের কণ্ঠভেদী আওয়াজ শুনে যা—
'বাংলা আমার মাতৃভাষা, ঈশান বাংলা মা।' "[৪]

কবির মাতৃভাষা প্রীতির বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর এখানে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। ১৯৬১ সালের ১৯ মে-র স্মরণে রূপকথার অনুসঙ্গে তিনি যে 'দশটি ভাই চম্পা আর একটি পারুল বোন'-এর কথা

বলেছেন, তাঁরা হলেন— শচীন্দ্র পাল, সুনীল সরকার, বীরেন্দ্র সূত্রধর, কানাইলাল নিয়োগী, সুকোমল পুরকায়স্থ, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, সত্যেন্দ্র দেব, হিতেশ বিশ্বাস, কুমুদরঞ্জন দাস, তরণী দেবনাথ এবং কমলা ভট্টাচার্য। বাংলা ভাষার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাঁরা আত্ম-বলিদান দিয়েছিলেন। এই আগ্রাসনের আবহে ও বিরুদ্ধতার আঁচে কবি শ্রীজাতও কখনো মাতৃভাষার কোল-ছাড়া হতে চান না। তাই তিনি লিখেছেন—

"আগ্রাসনের এই আবহে, বিরুদ্ধতার আঁচে
আমরা যেন থাকতে পারি, বাংলা ভাষার কাছে।"[৫]

তাই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ১৯ মে-র অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে গিয়ে কবি সুমনা রায় লিখেছেন—

"বাংলা বর্ণমালা যখন জেগে ওঠে প্রতিবাদে তখনই উনিশ
'জান দেব তবু জবান দেবো না।' এই গর্জন উনিশ"[৬]

এই অনুসঙ্গেই কবি সেলিম মুস্তাফাকে বলতে শোনা যায়—

"কণ্ঠ নয়, মাথা নিয়ে যাও
কণ্ঠে জেগে আছে আমাদের জীবনের গান
বাঁচার বেদনা আর মৃত্যুর সোহাগ"[৭]

মাতৃভাষার প্রতি অকৃত্রিম দরদ ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর এখানে অনবদ্য মাত্রা লাভ করেছে।

১৯ মে-র রক্তের বিনিময়ে সেই দিনটিকে ঘিরে যে আবেগের সৃষ্টি হল, সেখান থেকেই যেন বাঙালি কবিরা আপন ভাষা-মাতৃকে পুনরায় নতুন করে আবিষ্কার করল। ভাষা-মাতৃর প্রতি তীব্র আবেগ মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা যেন শতগুণে বেড়ে গেল বাঙালির অন্তরে। অসমের অন্যতম কবি সঞ্জয় চক্রবর্তীর কবিতায় আমরা সেই দৃষ্টান্ত লক্ষ করি—

"দুখিনী মা আমার
তোর জীর্ণ কুটির ওরা রাঙিয়ে দিলো বুকের লাল-এ
...
তাইতো আমি আজও বাংলায় গান গাই উচ্চৈস্বরে
ছেলেকে পড়ে শোনাই বিভূতিভূষণ
...
তোমরা ছিলে বলেই, ভালো না লাগা রাতে
শক্তিপদ পুরোটাই লোপাট।"[৮]

উনিশ মে'র এই আবেগ ধরেই অসমিয়া কবি বিপুলকুমার দত্ত ভাষা-শহিদের উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় কবিতা রচনার মাধ্যমে শপথ নিয়ে বলেছেন—

"ভায়েরা আমার
তোমরা ছিলে আমাদের ভাষা উদ্যানের মালী
তোমাদের রক্তে ফুটেছিল উনিশের ফুল,
...
আবার যদি কোনও দিন কোথাও হয়ে যায় ভুল
রক্ত দিয়ে আমরাই ফোটাব উনিশের ফুল।।"[৯]

উনিশের ঐতিহাসিক ভুল স্বীকারের মধ্যে অসমিয়া কবির মহত্ত্ব এখানে ধরা পড়েছে। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছেন, অন্যের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে নিজের মাতৃভাষাকেও শ্রদ্ধা করা বা ভালোবাসা যায় না।

উনিশের মে-র রক্তের বিনিময়ে যে মাতৃভাষার অধিকার আমরা পেলাম সেই পথ যেমন মসৃণ ছিল না, ঠিক তার পরবর্তী ভবিষ্যৎ ধারাটাও ছিল শত কণ্টকাকীর্ণ। এর বাস্তবিক ছবি ধরা পড়েছে কবি অনুরূপা বিশ্বাসের '১৯ শে মে, '৮৫' কবিতায়—

"তোমার কাছে প্রাপ্তি অনেক
প্রাপ্য ছিল আরও বেশি
...
আনন্দকে খুঁজে নেবার প্রতিশ্রুতি
সব কেবলি ওলোট-পালট
সামনে ধুধু বালিয়াড়ি
উটের সারি... মরুজাহাজ
এবং খেজুর বনের কাঁটা
জনশ্রুতি"[১০]

এই কবিতার বক্তব্য বিষয়ের আসল ও ঐতিহাসিক উত্তরটা লুকিয়ে আছে সমালোচকের উক্তিতে— "সেই ১৯ শে মের গুলি চালনার পর সেদিন গুয়াহাটিতে উপস্থিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ঘোষণা করেছিলেন— 'আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ ভাষা দাবি আদায়ের পথ নয়।'... নেহেরুর মুখের উপর জবাব দিয়েছিল কাছাড়ের বাঙালি। তারই সরকারের কাছ থেকে আন্দোলনের জোরে ভাষার স্বীকৃতি আদায় করে। আসাম সরকার কিন্তু আজও হজম করতে পারেনি সেদিনের পরাজয়। '৭২-এ তারা গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে চালাতে চাইল সারা আসামের কলেজের লেখাপড়ার একমাত্র মাধ্যম হিসেবে অসমিয়া ভাষা, তারপর '৮৬ সালে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশে স্কুলে স্কুলে অসমিয়া মাধ্যম। দু'বারই গণ আন্দোলন হল কাছাড়ে। করিমগঞ্জ শহরে দু দফায় শহিদ হলেন আরো তিনজন।"[১১] কণ্টকাকীর্ণ পথের এই নতুন তিনজন শহিদের নাম হল— বিজন চক্রবর্তী, দিব্যেন্দু দাস (যীশু) ও জগন্ময় দেব।

আলোচনার শেষ দিকে এসে বলতে হয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে উনিশের তাজা রক্তের বিনিময়ে যে মাতৃভাষার অধিকার আমরা পেলাম, সেই মাতৃভাষার অস্তিত্বের সংকট আজ সত্যিই এক জলন্ত সমস্যা। এই সমস্যা শুধু বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেই নয়, ভারতের অন্যান্য মাতৃভাষার ক্ষেত্রেই সেই একই কথা প্রযোজ্য। সেইকথা স্মরণ করে ব্যথিত কবির আর্তনাদ এভাবে ফুটে উঠেছে—

"উনিশে প্রাণের বিনিময়ে
যে মায়ের বুকের উমে রেখেছিলাম মুখ—
সেখানে আজ পাষাণের মতো জুড়ে বসেছে বিদেশী মায়ের কোপ
...
এ বেদনা যেন উনিশের চেয়েও গভীর,
কিংবা হত্যা আবার আত্মহত্যারও সামিল।"[১২]

কবির এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে আজকের সভ্যতার উন্নয়নের নামে ইউরোপ সংস্কৃতির ছত্রছায়ায় ধীরে ধীরে আমাদের প্রবেশ করানো হচ্ছে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে আমরা স্ব-ইচ্ছায় প্রবেশ করছি ইংরাজি ভাষার আগ্রাসনে। সুতরাং আমরা যাঁরা মনে করছি কোনো একটি ভারতীয় ভাষা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষাকে গ্রাস করতে চলছে, প্রকৃতপক্ষের সেই আগ্রাসী ভাষাটাও কিন্তু ইংরাজি ভাষার করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। আজকের বিশ্বায়নের পৃথিবীতে যতই আমরা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছানোর চেষ্টা করি না কেন তার মূল্যটা দিতে হচ্ছে অনেক গভীরে— অর্থাৎ আপন আপন ভাষা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের বিনিময়ে আমরা ক্রমশ বন্দি হতে যাচ্ছি শোষণ-শাসন ও ভোগবাদী পৃথিবীর কৃত্রিম জীবনে, যা সত্যিই 'হত্যা আবার আত্মহত্যারও সামিল।'।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা অসমের বাংলা ভাষা আন্দোলন ও ১৯৬১ সালের ১৯ মে-র প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন কবির অনুভূতির কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যেখানে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কবিদের দৃঢ় কণ্ঠস্বর ও মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অকৃত্রিম আবেগ ও শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ধরা পড়েছে। পাশাপাশি মাতৃভাষার অস্তিত্ব সংকটের বাস্তবিক চিত্রও কবিদের কলমে উঠে এসেছে। তারপরেও আমরা আশাবাদী, পৃথিবীর মিষ্টতম ভাষা বাংলা আবার বিশ্ববাসীর কাছে যথার্থ মর্যদায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে।

তথ্যসূত্র :

১. ভট্টাচার্য, বিজিৎকুমার : '১৯ শে মে এবং আসামের বাঙালির অস্তিত্বের সংকট', সাহিত্য প্রকাশনী (হাইলাকান্দি), জুলাই ২০১০, পৃ : ৭-৯
২. মহন্ত, তপন : 'একুশে' (কবিতা), 'লালন মঞ্চ' (পত্রিকা), চতুর্দশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাষাশহিদ তর্পণ দিবস ২০১৬, সম্পা. দিলীপকান্তি লস্কর, পৃ : ২৬
৩. পুরকাস্থ, বিপ্রজ্যোতি : 'ভয় হারানো দেশ' (কবিতা), 'কবিতাঞ্জলি' (পত্রিকা), গুয়াহাটি, ১৯ মে, ২০১২, সম্পা. কুনাল ভট্টাচার্য ও অনিমেষ মজুমদার, পৃ : ২
৪. ব্রহ্মচারী, শক্তিপদ : 'উনিশে মে ১৯৬১ শিলচর' (কবিতা), 'উত্তর-পূর্বের বাংলা কবিতা' (সংকলন), নাইন্থ কলামের উদ্যোগে ভিকি পাবলিশার্স, মে ২০১৫, সম্পা. প্রসূন বর্মন ও অন্যান্য, পৃ : ৬৪
৫. শ্রীজাত : 'বর্ণমালা' (কবিতা), 'উনিশ মে' (পত্রিকা), চতুর্দশ বর্ষ ১৯ মে, ২০২১, সম্পা. শান্তনু গঙ্গারিডি, পৃ : ১
৬. রায়, সুমনা : 'উনিশ' (কবিতা), তদেব, পৃ : ৪
৭. মোস্তাফা, সেলিম : 'কণ্ঠ নয়' (কবিতা), তদেব, পৃ : ৪
৮. চক্রবর্তী, সঞ্জয় : 'তোমার মলিন বসন খানি' (কবিতা), 'কবিতাঞ্জলি' (পত্রিকা), প্রাগুক্ত, পৃ : ১
৯. দত্ত, বিপুলকুমার : 'উনিশের শপথ' (কবিতা), তদেব, পৃ : ২
১০. বিশ্বাস, অনুরূপা : '১৯ শে মে '৮৫' (কবিতা), উত্তর-পূর্বের বাংলা কবিতা (সংকলন), প্রাগুক্ত, পৃ : ৫৭
১১. ভট্টাচার্য, বিজিৎকুমার : '১৯ শে মে এবং আসামের বাঙালির অস্তিত্বের সংকট', প্রাগুক্ত, পৃ : ৭-৯
১২. দাস, সঞ্জয়চন্দ্র : 'উনিশের ইতিকথা ও আরেকটি শোক' (কবিতা), 'কবিতাঞ্জলি' (পত্রিকা), প্রাগুক্ত, পৃ : ২

DAKSHINER SANKO PATRIKA

ISSN : 2582-2519

দক্ষিণের সাঁকো পত্রিকা

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal

ত্রয়োদশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ২০২৪

প্রকাশনার শংসাপত্র

এই যে প্রত্যয়িত হয়

সঞ্জয়চন্দ্র দাস

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়, পাণ্ডু গুয়াহাটি

"অসমের ভাষা আন্দোলন ও বাংলা কবিতা : প্রেক্ষিত-'১৯ মে, ১৯৬১' "

শিরোনামে একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ হয়েছে

দক্ষিণের সাঁকো পত্রিকা, ত্রয়োদশ বর্ষ, সংখ্যা ২, মে, ২০২৪ সংখ্যায়।

সৃজনী মণ্ডল ও সমৃদ্ধি শেখর মণ্ডল
সহযোগী সম্পাদক
দক্ষিণের সাঁকো পত্রিকা

স্বপনকুমার মণ্ডল
সম্পাদক
দক্ষিণের সাঁকো পত্রিকা